SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয় ভাবনা

Dr. Trina Das
Assistant Professor
Dept. of Sanskrit
Bhatter College, Dantan (Autonomous)
Dantan, Paschim Medinipur, West Bengal, India
Email: trina.sanskrit95@gmail.com

Abstract: স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি ধর্মকে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম শুধু কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা কুসংস্কারের সমষ্টি নয়, বরং তা হলো মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রেম জাগিয়ে তোলার একটি মাধ্যম।

তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য এক, যদিও পথ ভিন্ন। যেমন বিভিন্ন নদী শেষ পর্যন্ত একই সমুদ্রে মেশে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মমতও একই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। তাঁর মতে, কোনো একটি বিশেষ ধর্ম অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং সব ধর্মই নিজ নিজ অবস্থানে সত্য। তাই তিনি অন্য ধর্মকে ঘৃণা না করে, বরং তার থেকে ভালো দিকগুলো আত্মস্থ করে নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা বলেন।

বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্মের মূল কথা হলো মানবতা, সেবা, এবং প্রেম। তিনি বলেন, 'পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ'। এই ধর্ম মানুষকে ভেদাভেদ ভুলে একসূত্রে বাঁধে, যা কোনো নির্দিষ্ট জাতি, ধর্ম বা বর্ণের নয়, বরং সকলের জন্য উন্মুক্ত। তিনি মনে করতেন, সত্যিকারের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে না, বরং তাকে শক্তি ও সাহস জোগায়। বিবেকানন্দের এই ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক, যা মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও হিংসা ত্যাগ করে একতা ও ভালোবাসার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

Keywords: সর্বধর্ম সমন্বয়, বিশ্বজনীন ধর্ম, মানবতা ও সেবা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, আধ্যাত্মিকতা।

সর্বে হি সুখং বাঞ্ছন্তি তচ্চ ধর্ম সমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্মো সদা কার্য্যো সর্ব বর্ণে প্রযত্নতঃ॥

অর্থাৎ সকলে সুখ ইচ্ছা করে, সুখে থাকতে কার না সাধ হয়? কিন্তু সেই সুখ আসে ধর্ম থেকে। অতএব সমস্ত বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) মানুষের ধর্ম পালন করা উচিত। প্রাচীন ভারতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ঘোষণা করেছিলেন "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"— অর্থাৎ যিনি আছেন তিনি এক, জ্ঞানীরা তাঁকে বহু নামে অভিহিত করে থাকেন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় তথাপি তিনি বিভিন্ন জাতির দ্বারা বিভিন্ন নামে আরাধিত হয়ে থাকেন। আর ধর্ম প্রবর্তক অবতার পুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের গ্লানি থেকে বিশ্ব ও বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করে চলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। আমাদের এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সকল বীর সন্তানেরা যারা এমন এক সংস্কারের বার্তা বহন করে এনেছিলেন যা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে বিশ্বের মানচিত্রে এক অনন্য স্থান করে দিয়েছে।

বাংলার এই বীর সন্তানেরা হলেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। এই সকল চিন্তানায়কগনের হাত ধরে এই সংস্কারের ধারা ক্রমে এক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে নানা অন্ধ কুসংস্কার, বিভিন্ন লোকাচার, নানা সামাজিক কুপ্রথার দ্বারা মানুষ ধাক্কা খায় ও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অতীতে আমাদের দেশে চিরাচরিত ধর্মীয় ভাবনা যেগুলি ছিল সেগুলি ছিল আদতে ধর্মের নামে সামাজিক অত্যাচার। আমাদের বীর বঙ্গ সন্তানেরা ধর্মের নামে এই অনাচারকে প্রশ্রয় দেননি, গর্জে উঠেছেন এই অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত, ভন্ড মুখোশধারী তৎকালীন ধার্মিকেরা এই সকল চিন্তানায়কের বিরুদ্ধে নানা প্রতিঘাত হেনেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সকল বীর বঙ্গ সন্তানদেরই একজন, যাঁর বীরবাণী সমাজ সংস্কারের ধারাকে নতুন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে দিয়েছে এবং যা প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে বর্তমানেও। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ধর্ম সংস্কারের। এই কারণেই তিনি মানুষের মনে ধর্মীয় প্রেরণা উদ্ভাবনের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি মনে করতেন ধর্ম হল সমাজের একটি অঙ্গ বিশেষ। স্বামীজি স্বদেশ, সভ্যতা ও ইতিহাসের বিচার করতে পেরেছিলেন স্থির বৈদান্তিক সন্ন্যাসির স্বধর্ম পালন করে। সেই সঙ্গে আগামীকালের ভারতবর্ষের চলমান জীবন ও বিমিশ্র সংস্কৃতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। তিনিই প্রথম ধর্মকে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার প্রস্তাব করতে পেরেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ধর্মের বিশ্বময় সম্প্রসারণ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালের ধ্বংস সাধন। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করতে হবে কারণ এই সংঘবদ্ধতার মাধ্যমেই তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ হবে অর্থাৎ ধর্মের বিশ্বরূপ অভিব্যক্ত হবে। তাই তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই বিশ্বজনীনতা যে কত দুর্বোধ্য, কত দুষ্প্রাপ্য, কত অগম্য তা বিবেকানন্দ খুবই ভালোভাবে বুঝেছিলেন। এর প্রমাণ তাঁর মূখ থেকেই পাওয়া যায়; "সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি এমন কোন সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব, কোন সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ত্ব, অথবা কোন সার্বভৌম আচার–পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, যাহা সকলেই মানিয়া চলে। কারণ আমি জানি যে নানা পাকে চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগতরূপ দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটি বরাবর এইভাবে চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পারি? আমরা ইহাকে সুচারুরূপে চলিতে সাহায্য করিতে পারি। ইহার ঘর্ষণ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি তৈলসিক্ত ও মসৃণ রাখিতে পারি। কিন্তু কিরূপে? বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমাদিগকে আমাদের স্বভাববশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। এবং প্রত্যেক ভাবটিই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক হইতে দেখা চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে" [১]।

ধর্মের নামে হানাহানি, রক্তপাত, হিংসা এসব এখন অতিসাধারণ ব্যাপার। সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখলেই একথার সত্যতা যাচাই করে নেওয়া যাবে। ধর্মের নামে গ্রামছাড়া অনেক পরিবার, রাজ্যছাড়া অনেক রাজ্যবাসী, এমনকি ধর্মের নামে দেশভাগের কথাও আমাদের অজানা নয়। একারণেই আমরা প্রায় সকলেই মনে করি ধর্ম

বিষয়টি ভীষণই স্পর্শকাতর। কিন্তু কোন দিনই স্বামীজি এই ধর্মের স্পর্শকাতরতার কথা ভাবেননি, বা বলেননি। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম তখনই স্পর্শকাতর হয় যখন তা গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ থাকে, যখন ভন্ড ধার্মিকেরা ধর্মের দোহায় দিয়ে ঈশ্বর লাভের আশায় ঈশ্বরকে খোঁজেন গন্ডিবদ্ধ চার দেওয়ালের কোণে। তাঁর মতে, "পরোপকারই ধর্ম পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ"।[২] ধর্ম মানুষকে ধারণ করে। মানুষ ধর্মের ধারণ ক্ষমতাকে অবহেলা করেছে, ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব, হিংসা, বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। এর ফলে মানুষের ক্ষতি হয়েছে, ধর্মের কোন ক্ষতি হয় নি। ধর্ম নিষ্ঠুর হয় না, নিষ্ঠুর হয় মানুষ। ধর্মপ্রভাবে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে, নিষ্ঠুর মানুষ শান্ত – স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ধর্ম মানুষকে সংযত হতে শেখায়। কিছু মতলবি, কুরুচি-পূর্ণ মানুষ নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে তারই আত্মীয় পরিজনের সাথে প্রতারণা করে। ধর্মই মানুষকে একসুত্রে বেঁধে রেখেছে, এই একসুত্রে গ্রথিত করে রাখা ধর্ম কোন মুখোশের আড়ালে আবৃত ধর্ম নয়, এ ধর্ম মানবতার ধর্ম, এ ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ যে সর্বজনীন ধর্মের কথা বলেছিলেন, তা সকল ধর্মমতের কোন যান্ত্রিক ঐক্য বোঝায় না। তাঁর মতে, সর্বজনীন ধর্ম কখনোই দেশ কালে সীমাবদ্ধ হবে না। সে ধর্ম কেবল হিন্দুর বা মুসলমানের বা বৌদ্ধের বা খ্রিস্টানদের কিংবা ইহুদীদের হবে না; বরং সকলের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য তাতে থাকবে, সকলের অভ্যুদয়ের অসীম অবকাশ থাকবে। এতে কোন ধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষ বা পীড়নের স্থান যেমন থাকবে না, তেমনি অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের নিজ ধর্মমতে টেনে আনার দুর্বুদ্ধিও থাকবে না। 'The Cristian in not to be become Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Cristian. But each must assimilate the spirit of others and yet preserve individuality and grow according to his low of growth".[৩]

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন যে ধর্মমতগুলোর মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিমন্ডলের ভিন্নতার জন্য পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। সকল ধর্মমতের লক্ষ্যই ঈশ্বরকেন্দ্রিক। 'we are all looking at the truth from different standpoint, which vary according to our birth, education, surroundings and so on. We are viewing the truth, getting as much of it as these circumstances will permit colouring the truth with our own intellect and grasping it with our mind. We can only know as much of truth as it is related to us, as much of it as we are able to receive".[৪]

এ প্রসঙ্গে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজির উদ্বোধনী ভাষণের কয়েকটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য – " আমি আপনাদের কাছে একটি স্তোত্রের কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করব, যেটি আমি খুব ছোটবেলা থেকেই আবৃতি করে আসছি এবং কোটি কোটি নরনারী নিত্য যেটি পাঠ করেন— 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃনামেকো গম্যত্ত্বমসি পয়সামর্নব ইব'। বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজের নিজের রুচির বৈচিত্রের জন্য

সরল – জটিল নানা পথ ধরে যারা চলেছে, তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থল তুমিই"।[৫]

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় শেষ অধিবেশনের ভাষণের কথাগুলি তাঁর সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার মূল ভীতস্বরূপ— "মাটিতে বীজ পোঁতা হল, মাটি, বাতাস আর জল তার চারিদিকে রয়েছে। বীজটি কি মাটি, বাতাস বা জল হয়ে যায়? না, চারাগাছ হয়; ঐ চারাগাছ বড় হয়; মাটি, জল, বাতাসকে আত্মস্থ করে সেগুলিকে বৃক্ষের উপাদানে পরিণত করে এবং ক্রমশ বৃক্ষ হয়েই বেড়ে ওঠে"।[৬] ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা। খ্রিস্টানকে হিন্দু হতে হবে না, কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রিষ্টান হতে হবে না, কিন্তু প্রত্যেকেই অন্য ধর্মের ভাবগুলিকে আত্মস্থ করবে এবং নিজের নিজের বৈশিষ্ট বজায় রেখে নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী অগ্রসর হবে। বিবেকানন্দের মতে সকল ধর্মই একই সনাতন ধর্মের রুপভেদ মাত্র। বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাব শূন্য হলেই চলবে না, আমাদের এ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গন ও করতে হবে; সত্য ই সকল ধর্মের ভিত্তি" [৭]।

অনেক মত, অনেক পথ, অনেক ভাবাদর্শ মিলেমিশেই আজকের এই মানবসভ্যতা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন— সম্প্রদায় ভাল, সাম্প্রদায়িকতা ভাল নয়। তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন প্রতিটি মানুষ হোক এক একটি সম্প্রদায়, যত মানুষ তত সম্প্রদায়। একটি মানুষ একটি পূর্ণ ব্যাক্তিত্ব। চিন্তায়, ভাবনায়, মননে প্রতিটি ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্ম এসব আধুনিক মানুষের বিশেষ অবলম্বন। প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি সম্প্রদায় অত্যন্ত মূল্যবান। এমন চিন্তা করা যায় না যে একটি ধর্ম, একটি সম্প্রদায়, একটি রাজনৈতিক দল এই মনুষ্য জগতে বিরাজ করবে। অতএব উদ্দেশ্য হল— সম্প্রদায়গুলির ধ্বংস নয়, বরং এদের সংখ্যাবৃদ্ধি, যে পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে আবার সব ধর্ম মিলিত হয়ে একটি বিরাট দর্শনে পরিণত হলেই ঐক্যের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মের বিশ্বজনীনতার মাপকাঠি স্থান কালের গন্ডি নয়। বিশ্বজনীনতা নিহিত থাকে ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে। ধর্মের স্বভাব নিহিত ধারণ ক্ষমতায়। ধর্ম স্থান কালের আবর্তে ভেসে যায় না, বরং ধর্মই স্থান কাল কে ধারণ করে। ধর্মের ধারণ ক্ষমতা মানুষকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও প্রেম শক্তিতে বলীয়ান ও পূর্ণ করে তোলে। মানুষকে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন করে তোলে। বিবেকানন্দ ধর্মকে কোনভাবেই হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম বা বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। তিনি সরন্ধরমকে একত্রিত করে তিনি কোন ধর্মীয় জোট করতেও চাননি। তিনি প্রতিটি ধর্মের ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভিন্নতার মানে তাঁর কাছে বৈরিতা নয়, বিরোধ নয়, নামের ভিন্নতা অভিব্যক্তির বা প্রকাশের ভিন্নতা মাত্র। কোন একটি বিশেষ ধর্মমতকেই বিশিষ্ট অবদান অপেক্ষা বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি ধর্মমতের সত্যদর্শন ও মানবত্বের উদ্বোধক হবে এরূপ নীতিদর্শন গুলির সারসংকলন করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন একটি বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ দিতে। আর সর্বধর্ম সম্মিলিত ধর্মটি অবশ্যই এমন হবে যেখানে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং যিনি এই ধর্ম গ্রহন করবেন তিনি শুধুমাত্র বিবেকের অনুশাসন, কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে

মাথা নত করে নয় বীর পরাক্রমে বিবেকের ডাকে সারা দিয়ে বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচার করতে হবে। যে ধর্ম আদ্যপ্রান্ত মানবতায়, প্রেমে ও সেবায় মোড়া। এ ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধধর্ম নয়, এ ধর্ম সেবাধর্ম ও বিশ্বজনীন ধর্ম।

Endnotes

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৪-৫।
২. আমার ভারত অমর ভারত – স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৯০।
৩. CW, 1; 1989, 24 .
৪. CW, 2, 1989,366.
৫. স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালা, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী বৃন্দ, পৃষ্ঠা ১৬।
৬. স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালা, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী বৃন্দ, পৃষ্ঠা ২০।
৭. আমার ভারত অমর ভারত – স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৮৬।

Bibliography

- স্বামী বিবেকানন্দ। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৩য় খন্ড)* । সম্পাদক: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা: ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
- স্বামী বিবেকানন্দ। *আমার ভারত অমর ভারত* । রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট্ অব কালচার, গোলপার্ক, কোলকাতা: ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- ড. মধু মিত্র। *ভারত নির্মাণ ও স্বামী বিবেকানন্দ* আর্ট পাবলিশিং, কোলকাতা: ২০১৫।
- *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ* সম্পাদক: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কোলকাতা: ২০১২।

——